

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৬৩৯

১/ বিবিধ

আরবী

ركعتان من المتزوج أفضل من سبعين ركعة من الأعزب موضوع

رواه العقيلي في "الضعفاء" (432) عن مجاشع بن عمرو: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أنس مرفوعا. وقال: "مجاشع حديثه منكر غير محفوظ، قال يحيى بن معين: وقد رأيت أحد الكذابين وقال ابن حبان (2 / 321): "يضع الحديث على الثقات، لا يحل ذكره إلا بالقدح". ومن طريق العقيلي ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (2 / 257)، وتعقبه السيوطي بأن له طريقا أخرى، وهو تعقب لا طائل تحته، فإنه طريق باطل لا يصح أن يستشهد به كما يأتي بيانه في الحديث بعده. ثم إن في الحديث علة أخرى فإن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم متهم أيضا، وقد سبق له عدة أحاديث، فإن سلم من مجاشع، فلم يسلم منه. ثم وجدت للحديث طريقا أخرى رواه أبو الحسين الأبنوسي في "الفوائد" (32 / 1) عن أحمد بن مسلم قال: حدثنا أحمد بن محمد يعني ابن عمر بن يونس قال حدثنا داود بن عبد الله النمري عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به قلت: وهذا سند ساقط، أحمد بن مسلم وداود بن عبد الله النمري لم أجد من ترجمهما. وأما أحمد بن محمد بن عمر بن يونس فهو كذاب، قال الذهبي: "كذبه أبو حاتم وابن صاعد، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال مرة: متروك". قلت: والتعقب على ابن الجوزي بهذا الطريق أولى (لوصح) من الطريق الآتي بعد، لأن متنه موافق لهذا

المتن بخلاف الآتي فإنه مغاير كما سترى

বাংলা

৬৩৯। বিবাহিত ব্যক্তির দুরাকাআত অবিবাহিত ব্যক্তির সত্তর রাকাআতের চেয়েও উত্তম।

হাদীছটি জাল।

এটি উকায়লী "আয-যোয়াফা" (৪৩২) গ্রন্থে মুজাশে ইবনু আমর হতে তিনি আব্দুর রহমান ইবনু য়ায়েদ হতে ... বর্ণনা করেছেন। মুজাশের হাদীছ মুনকার, নিরাপদ নয়। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেনঃ তাকে মিথ্যুক হিসাবে পেয়েছি। ইবনু হিব্বান (২/৩২১) বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীছ জাল করতেন। তাকে শুধুমাত্র দোষারোপ করার উদ্দেশ্যেই উল্লেখ করা বৈধ।

উকায়লীর উদ্ধৃতিতে ইবনুল জাওয়ী "আল-মাওয়ুআত" (২/২৫৭) গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। সুযুতী তার সমালোচনা করে বলেছেনঃ তার অন্য সূত্রও রয়েছে। এ সমালোচনার কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ অন্য সূত্রটি বাতিল। তার দ্বারা সাক্ষ্য (শাহেদ) গ্রহণ করা যায় না।

এ ছাড়া এটির আরেকটি সমস্যা হচ্ছে এই যে, আব্দুর রহমান ইবনু য়ায়েদও মিথ্যার দোষে দোষী। পূর্বেও তার কতিপয় হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যদি মুজাশে হতে হাদীছটি নিরাপদ হয় তাহলে তার থেকে নিরাপদ নয়।

অতঃপর আমি হাদীছটির আরেকটি সূত্র পেয়েছি যেটি আবুল হাসান আল-আবনূসী "আল-ফাওয়ায়েদ" (১/৩২) গ্রন্থে আহমাদ ইবনু মুসলিম হতে তিনি আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি দাউদ ইবনু আব্দিল্লাহ আন-নুমারী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি সাকেত (নিষ্কিণ্ড)। কারণ আহমাদ ইবনু মুসলিম এবং দাউদ ইবনু আব্দিল্লাহ আন-নুমারীর জীবনী কে বর্ণনা করেছেন পছন্দ না। আর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ মিথ্যুক। ইমাম যাহাবী বলেনঃ আবু হাতিম এবং ইবনু সায়েদ তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। দারাকুতনী বলেনঃ তিনি দুর্বল। অন্যবার বলেছেনঃ তিনি মাতরুক।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71518>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন